সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৮তম বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ জ্যৈষ্ঠ-১৪৩১, মে-জুন-২০২৪ ❑ পৃষ্ঠা ৮

পাবনায় কর্মসূচি প্রণয়নে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ... ২

প্রযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে কৃষি খাতকে স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলা ... ৩

সিলেট অঞ্চলে 'পতিত জমিতে ফসল উৎপাদনে স্মার্ট কৃষি ... ৪

খুলনা কৃষি অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ... ৫

আম রপ্তানি কার্যক্রম উদ্বোধন

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের কৃষি উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা হবে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ এমপি রাজধানীর শ্যামপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে আম রপ্তানি কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করছেন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ এমপি বলেছেন, চলতি বছরে তাপদাহে আমসহ বেশকিছু ফসল উৎপাদন কম হয়েছে, তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশকসহ যাবতীয় কৃষি উপকরণ বেশি করে যথাসময়ে সরবরাহ করা হবে। ১০ জুন ২০২৪ সোমবার দুপুরে রাজধানীর শ্যামপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে আম রপ্তানি কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মাননীয় মন্ত্রী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের আমের যথেষ্ঠ সুনাম ও চাহিদা রয়েছে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন। বাংলাদেশ হতে উন্নত দেশের *এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১*

ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরামে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ এমপি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে চলমান ১০ম ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরামে উপস্থিত আছেন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের কৃষক ও কৃষির কল্যাণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি, গবেষণা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, গবেষণা অবকাঠামোর উন্নয়ন, গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। এসব বহুমুখী উদ্যোগ বিশ্বে বাংলাদেশকে কৃষিপণ্য উৎপাদনের রোল মডেলে পরিণত করেছে; *এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১*

আগামীতে দেশি ফল বিদেশে রপ্তানিতে সব রকমের জটিলতা দূর করা হবে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

রাজধানীর খামারবাড়ি এলাকার কেআইবি চত্বরে জাতীয় ফলমেলা ২০২৪ সেমিনারে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ এমপি বলেন, আগামীতে দেশি ফল বিদেশে রপ্তানিতে সব রকমের জটিলতা দূর করা হবে। পাশাপাশি দেশীয় ফল পরিবহনের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ৬ জুন ২০২৪ বৃহস্পতিবার রাজধানীর খামারবাড়ি এলাকার কেআইবি চত্বরে জাতীয় ফলমেলা ২০২৪ সেমিনারে প্রধান অতিথির *এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩*

তরমুজ চাষে উপকূলীয় কৃষি অর্থনীতি চাঙ্গা

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ফসল উৎপাদনের বড় বাধা লবণাক্ততা। খুলনার কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটায় আমনই ছিল একমাত্র ফসল, মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করে সেচের মাধ্যমে অল্প বিস্তর কিছু বোরো আবাদ হলেও উৎপাদন খরচ তুলতে কৃষক দিশেহারা হতো। সেখানে বিগত কয়েক বছর কৃষকের ভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে তরমুজ চাষ। উৎপাদন খরচের তুলনায় লাভ বেশি হওয়ায় এসব উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষকের মুখে

আজ হাসি ফুটেছে। খুলনার চার উপজেলায় এবছর তরমুজ বাণিজ্য প্রায় দুই হাজার কোটিতে পৌঁছাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, চলতি মৌসুমে তরমুজের ব্যাপক আবাদ বেড়েছে। এ বার অনেক এক ফসলি বিলে প্রথমবারের মতো তরমুজের আবাদ হয়েছে।

কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, খুলনার চার উপজেলায় এ বছর ১২ হাজার ১৭৫ হেক্টর জমিতে তরমুজের চাষ হয়েছে। এর মধ্যে দাকোপে ৫৭০০ হেক্টর, কয়রায় ২৯৩০ হেক্টর, বটিয়াঘাটা ২১০০ ও পাইকগাছায় ১৪৪৫ হেক্টর জমিতে তরমুজ চাষ করেছে চাষিরা। চাষিরা জানান, চলতি মৌসুমে তরমুজের ভালো ফলন হয়েছে এবং বাজারে দামও ভালো। পাকিজা, সুইট ড্রাগন, মারভেলন, আনারকলি জাতের তরমুজের আবাদ বেশি হয়েছে। বিঘাপ্রতি (৩৩ শতাংশে) খরচ হয়েছে ১৮ থেকে ২২ হাজার টাকা আর বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত। দেশের বিভিন্ন জেলার পাইকাররা এসে এসব তরমুজ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। পাইকার সূত্রে জানা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলে চাষকৃত এ তরমুজ সুস্বাদু হওয়ায় এর চাহিদাও বেশি। বর্তমানে খুচরা বাজারে এসব তরমুজ ৩০ থেকে ৪০ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

পাবনায় কর্মসূচি প্রণয়নে বারির আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. দেবাশীষ সরকার, মহাপরিচালক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা এবং কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বরদী পাবনার আয়োজনে ডাল গবেষণার সেমিনার কক্ষে ২৬-২৭ মে ২০২৪ দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। কর্মশালায় রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের কৃষি বিজ্ঞানী এবং কৃষি কর্মকর্তারা বিগত বছরে তাদের অত্র এলাকার বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, মাঠ কার্যক্রম এবং কৃষি ও কৃষকদের সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা এবং তথ্য উপাত্ত উপস্থাপনা ও পর্যালোচনা করেন এবং আগামী বছরে মাঠে বাস্তবায়নের কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, জাতীয় কৃষি পদকপ্রাপ্ত কৃষক/কৃষাণী, এনজিও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

রাজশাহীতে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মশালা রাজশাহীর সীমান্ত অবকাশের সেমিনার রুমে "তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি" প্রকল্পের আওতায় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীর এর আয়োজনে দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা ২৫ মে ২০২৪ (শনিবার) অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সরকার শফি উদ্দীন আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মো: শামসুদ্দিন মিঞা। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ ড. মোঃ মোতালেব হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমাদেরকে তেলজাতীয় ফসলের আরো সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভোজ্যতেলের

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ সরকার শফি উদ্দীন আহমদ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, বগুড়া অঞ্চল

চাহিদাপূরণ ও আমদানি ব্যয় হ্রাস করতে হবে। যদিও বর্তমান সরকারের নির্দেশনা অনুসারে প্রতি ইঞ্চি মাটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ও প্রণোদনার ফলে দেশে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মুহম্মদ আরশেদ আলী চৌধুরী। অনুষ্ঠানে রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলা কৃষি অফিস হতে তেলজাতীয় ফসলের ওপর উপস্থাপনা করা হয়। কর্মশালায় রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কৃষক, সাংবাদিক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গসহ উপস্থিত ছিলেন।

মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

বগুড়ায় অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্পের সেমিনার অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়ার আয়োজনে 'অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর আওতায় বিষয়ভিত্তিক সেমিনার Promote Nutrition Sensitive Extension Through Homestead Gardening পর্যটন মোটেল, বগুড়া ২৮ মে ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্প কার্যক্রম উপস্থাপন করেন ড. মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, বগুড়া। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ ব্রি, বারি, বিনা, বিএডিসি, এআইএস এর কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। অনাবাদি পতিত, অব্যবহৃত জমি চাষের আওতায় এনে শাকসবজি ও ফলের আবাদ সম্প্রসারণ, চাষ উপযোগী উচ্চ মূল্যের বহুমখী ফসল আবাদ সম্প্রসারণ, উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত জাত/প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, মানসম্মত নিরাপদ ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টি করে জনগনের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীন কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রকল্পটি। কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, ভার্মিকম্পোষ্ট পিট স্থাপন, জিরো এনার্জি

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মো: তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা

ইফনাপ, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। কি নোট উপস্থাপন করেন ড. মো: শহিদুল আলম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, বগুড়া। সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ সরকার শফি উদ্দিন আহমদ, অতিরিক্ত পরিচালক, বগুড়া অঞ্চল, কুল চেম্বার স্থাপন, কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ, কৃষক-কৃষাণীদের উঠান বৈঠক, বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ এগুলোর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে এমনটাই আলোচনায় উঠে আসে।

আহমেদ আলী, কৃতসা, পাবনা

আম রপ্তানি কার্যক্রম উদ্বোধন

প্রথম পাতার পর

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের কৃষি উপকরণ

মূলধারার সুপার মার্কেটগুলোতে আম সরবরাহ করা গেলে আম রপ্তানির পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং আম উৎপাদনকারীগণ অধিকতর লাভবান হবেন।

তিনি বলেন, বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি করতে আম রপ্তানি খুবই সম্ভাবনাময়। কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকার আম রপ্তানির মাধ্যমে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের লক্ষ্যে নানান পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে।
আম রপ্তানিকারকদের উদ্দেশে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আম রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য শ্যামপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ আধুনিক ও শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কাজ চলমান আছে। অনুষ্ঠানে জানান হয়, আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে আম রপ্তানি উদ্বোধন করা হলেও মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এই পর্যন্ত ১৫টি দেশে গোপালভোগ, হিমসাগর জাতের প্রায় ১৮৯ মেট্রিক টন আম রপ্তানি করা হয়েছে। আজকে ১৪ টি কনসাইনমেন্টে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি ও ফ্রান্সে ২৫ মেট্রিক টন আম রপ্তানি করা হবে। এ বছর কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্বের প্রায় ৩৮ টি দেশে গোপালভোগ, হিমসাগর, আম্রপালি, ফজলী, সুরমা ফজলি, বারি-৪ জাতের রপ্তানিযোগ্য ৩ হাজার ১০০ মেট্রিক টন আম রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিগত ২০২৩ সালে বিশ্বের ৩৮টি দেশে ৩ হাজার ৯২ মেট্রিক টন আম রপ্তানি করা হয়। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য ড. মো. আওলাদ হোসেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে কৃষি খাতকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা সম্ভব- *পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী*

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আলহাজ মো: শহীদুজ্জামান সরকার এমপি, নওগাঁ-২ (ধামইরহাট ও পত্নীতলা) আসনের সংসদ সদস্য

কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন স্বপ্ন। প্রযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে কৃষি খাতকে স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলা সম্ভব। কৃষি বিপ্লবের রূপকার বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার কৃষিকে কর্মসংস্থানের বড় খাত হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্নভাবে ভর্তুকি দিয়ে কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তনে কার্যকর পদক্ষেপের কথা জানান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আলহাজ মো: শহীদুজ্জামান সরকার এমপি। তিনি আরো বলেন, কৃষিতে আধুনিকায়নে কৃষি যন্ত্রপাতি এখন ভর্তুকি দিয়ে কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকের নিকট হস্তান্তর করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে কৃষক তার ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় কমানো সম্ভব হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যয় কমেছে আবার অন্য দিকে ঠিক তেমনি শ্রমিক সংকট মোকাবিলা করে সঠিক সময়ে ফসল ঘরে তুলতে পারছে। ২৫ মে ২০২৪ আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে কৃষি প্রযুক্তি মেলা/২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো: আজাহার আলী ও পৌরসভার মেয়র মো: আমিনুর রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন, ধামইরহাট উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জনাব মো: তৌফিক আল যোবায়ের। আলোচনা পর্ব শেষে কৃষি প্রণোদনার আওতায় ২০০ জন কৃষকের মাঝে প্রতি এক বিঘা জমির জন্য ১ কেজি বীজ, ২০ কেজি ডিএপি, ২০ কেজি এমওপি সার এবং কীটনাশক বিতরণ করা হয়। ৩ দিন ব্যাপী মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, এসিআই কোম্পানি, ভার্মিকম্পোস্ট ও নার্সারিসহ ১৫টি স্টল প্রদান করে নিজ নিজ প্রযুক্তি সম্পর্কে তুলে ধরেন। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন, কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় সাত শতাধিক কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

মো: দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

১৪৫ জাতের আমের প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে শেষ হলো কৃষি প্রযুক্তি মেলা

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গত ৩০মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত উপজেলার চত্বরে তিন দিনব্যাপি এই মেলার আয়োজন করে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাঘা। মেলার শুরুতে ফিতা কেটে ও রঙ্গিন বেলুন উড়িয়ে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার তরিকুল ইসলাম। রাজশাহীর আম সারা দেশের জন্য বিখ্যাত। রাজশাহীর মধ্যে বাঘা উপজেলা আমের জন্য অন্যতম। উক্ত মেলায় প্রায় দেড়শ প্রজাতির আম প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার তরিকুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সামসুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আশাদুজ্জামান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শফিউল্লাহ সুলতান, বাঘা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সোয়েব খান প্রমুখ। কৃষি প্রযুক্তির এই মেলায় মোট ১৫টি স্টল দেওয়া হয়েছে। গত মেলায় ১০৫ টি জাতের আম প্রর্দশন করা হয়েছিল। এবার এর সংখ্যা বাড়িয়ে ১৪৫ জাতের আম প্রর্দশন করা হয়েছে। আরও নতুন নতুন নামের আম খুঁজে বের করে আগামীতে মেলায় প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হবে।

মো: এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

সিলেট অঞ্চলে 'পতিত জমিতে ফসল উৎপাদনে স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কর্যালয়, সিলেট কর্তৃক আয়োজিত "পতিত জমিতে ফসল উৎপাদনে স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালা ২৬ মে ২০২৪ তারিখে কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. মতিউজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট। তিনি বলেন আগামীর কৃষি হবে আধুনিক এবং স্মার্ট কৃষি। এক সময়ের খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর ফলে আগামীতে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা সম্ভব হবে। সরকার কৃষিতে ব্যাপক উন্নয়ন করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোনো জমি পতিত রাখা যাবে না। পতিত জমিতে যে ধরনের ফসল উৎপাদন হয় সেই ধরনের ফসল উৎপাদন করতে হবে।

কর্মশালায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. মতিউজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট

উক্ত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ড. মো. ফরহাদ রাব্বি, অধ্যাপক, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট; কৃষিবিদ বিমল চন্দ্র সোম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ। সুধীজনদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ও সঞ্চলনা করেন কৃষিবিদ মো. আমিনুর ইসলাম, তথ্য অফিসার (কৃষি), খামারবাড়ি, ঢাকা ও আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কৃষি তথ্য সার্ভিস, সিলেট। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিলেট অঞ্চলে ডিএই, এটিআই, বিএডিসি (বীজ ও সার), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ব্রি, বিনা, বারটান, বারি, এসআর ডিআই, হর্টিকালচার সেন্টার ও সাইট্রাসের কর্মকর্তাগণ ও প্রগতিশীল কৃষক, সংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

কুমিল্লায় বালাইনাশক প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতি ও জনসচেতনতামূলক র‍্যালি

কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর বাস্তবায়নে এবং জাতিরসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর অর্থায়নে ১০ জুন ২০২৪ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লার গবেষণা মাঠে বালাইনাশক প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতি ও সতর্কতা বিষয়ক জনসচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। প্রফেসর ড. গোপাল দাস, প্রকল্প প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এর নেতৃত্বে র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, ডিএই, কুমিল্লা জেলার ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ শেখ মোঃ আজিজুর রহমান, তেলজাতীয় প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার, কৃষিবিদ মোঃ আবু তাহের, কুমিল্লা অঞ্চলের উপজেলা কৃষি অফিসারগণ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার, কৃষক, বীজ ও কীটনাশক ডিলার। অসতর্কভাবে অতিরিক্ত বালাইনাশক প্রয়োগের ফলে পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ে। মানব দেহে ক্যান্সারসহ নানা জটিল রোগ দেখা দেয়। কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। কীটনাশক প্রয়োগের নিরাপদ পদ্ধতি অনুসরণ না করে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে কৃষক নানাভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জমিতে কীটনাশক প্রয়োগের পর জমি হতে পানি চুয়ে বিভিন্ন জলাশয়ে পড়ার ফলে পানি বিষাক্ত হয়ে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়। মানুষকে সকল ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে একটি নির্মল পরিবেশ উপহার দেয়া এ র‍্যালির উদ্দেশ্য।

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত)-প্রকল্প এর সমাপনী কর্মশালা, ২০২৪ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) মহাপরিচালক জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে রাজধানীর খামারবাড়ির আ.কা. মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় কী-নোট পেপার উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক মো: সালাহ্ উদ্দীন সরদার। কৃষি মন্ত্রণালয় এর সচিব ওয়াহিদা আক্তার কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) ড. মলয় চৌধুরী এবং মোঃ মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কৃষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা (১৩ জুন ২০২৪)

খুলনা কৃষি অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষির চ্যালেঞ্জ উত্তরণে এলাকা উপযোগী টেকসই প্রযুক্তি বিষয়সমূহের উপর খুলনার দৌলতপুরে ডিএই অতিরিক্ত পরিচালকের কনফারেন্স রুমে ২২ মে ২০২৪ ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো: মাহবুবুল হক পাটওয়ারী। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সরেজমিন উইং পরিচালক কৃষিবিদ মো: তাজুল ইসলাম পাটওয়ারী কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে অতিরিক্ত সচিব বলেন, দেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলে কৃষি কাজে আমাদের কৃষকদের প্রতিনিয়ত নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি এক ফসলী জমিকে দু'ফসলী এবং পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনতে মাটি ও পানির দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। আমাদের কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ফলে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে দক্ষিণাঞ্চলের তরমুজ ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। তরমুজ এখন এ অঞ্চলের একটি ব্রান্ডিং ফসল। তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষির প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক। দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়াত প্রতি মৌসুমে নানা ধরণের প্রণোদনা কর্মসূচী অব্যহত রেখেছেন। এ অঞ্চলে কৃষিকাজে প্রধান সমস্যা *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১*

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২২৭ প্রজাতির আম মেলার উদ্বোধন

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ১১-১৩ জুন ৩ দিন ব্যাপী ২২৭ প্রজাতির আম মেলার উদ্বোধন করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত আম মেলার আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর জেলা প্রশাসক একেএম গালিভ খাঁন, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম প্রমুখ। আম মেলায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় উৎপাদিত ২২৭ জাতের আমের নাম, স্থান ট্যাগসহ প্রদর্শন করা হয়। উদ্বোধনের পর স্টল ঘুরে দেখেন প্রধান অতিথিসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক রহিমা খাতুনের সঞ্চালনায় সভায় আম প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, কৃষি উদ্যোক্তা মুনজের আলম। এরপর মেলার উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপ-পরিচালক ড. পলাশ সরকার। অনুষ্ঠনে কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, এনজিও, বিভিন্ন সরকারি-আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, কৃষক এবং জেলার কৃষি উদ্যোক্তাগণ ও প্রতিনিধিসহ প্রায় ৬০০ শতাধিক উপস্থিত ছিলেন।

মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

আগামীতে দেশি ফল বিদেশে রপ্তানিতে সব

প্রথম পাতার পর

বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মেলার শুভ উদ্বোধন করেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ। কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার এর সভাপতিত্বে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ ড. বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. মো: আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর মোঃ কামরুল হাসান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

'ফলে পুষ্টি অর্থ বেশ, স্মার্ট কৃষির বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে এ মেলায় আটটি সরকারি ও ৫৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। ৬৩টি স্টলে বিভিন্ন ধরনের ফল ও ফল চাষের প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প' ফল মেলায় রপ্তানিযোগ্য নানা ফল নিয়ে এসেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত ফল মেলা চলবে আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত।

কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

গাজীপুরে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নাটার অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। সেমিনারে নাটার মহাপরিচালক মোঃ আব্দুর রহিম এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মুহাম্মদ শাহাদৎ হোসাইন সিদ্দিকী, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা (২ জুন ২০২৪)

ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরামে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

বিশেষ করে চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় রাখতে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে চালের উৎপাদন চার গুণেরও বেশি বেড়েছে। এর ফলে দেশে এখন চালের ঘাটতি নেই, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দিয়েই চাহিদা মেটানো যাচ্ছে। বাস্তবে এই অর্জনের ফলেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় প্রদান ও খাওয়ানোর সাহস দেখিয়েছেন।

২১ মে ২০২৪ মঙ্গলবার (ইন্দোনেশিয়ার বালিতে চলমান ১০ম ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরামের) 'গ্রহ ও মানুষের জন্য ধান' (Paddies for the Planet and People) শীর্ষক মিনিস্টিরিয়াল সেশনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট যৌথভাবে এ সেশনের আয়োজন করে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সকলের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি সকল দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান।

এ সেশনে ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্যারোলিন টার্ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। চীনের পানিসম্পদ মন্ত্রী লি গিউইং, ইন্দোনেশিয়ার কৃষিমন্ত্রী আন্দি এমরান সুলাইমান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ মন্ত্রী আমনা বিনতে আব্দুল্লাহ আল দাহাক প্রমুখ আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন। বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ম্যানেজার মাইকেল জে. ওয়েবস্টার সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ তারিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর এবং যুগ্মসচিব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ এ সেশনে তাদের দেশের অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং সকল মিলে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এক সাথে কাজ করার অঙ্গীকরা ব্যক্ত করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষকের সাথে থাকুন কৃষকের পাশে থাকুন

কৃষিখাত ও কৃষি বাণিজ্যের উন্নয়নে কাজ

শেষ পাতার পর

৬ সদস্যের প্রতিনিধিদলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো: মাহমুদুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি রয়েছেন।

বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে মিথাইল ব্রোমাইড ফিউমিগেশন সুবিধা স্থাপনসহ প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন, বায়োসিকিউরিটি, জার্মপ্লাজম এক্সচেঞ্জ, জেনেটিক রিসার্চ, ব্রিড ডেভেলপমেন্ট, ফার্ম ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে সরাসরি খাদ্যশস্য বিশেষ করে গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে জিটুজি ভিত্তিতে করা যায় কি না, সে বিষয়ে বিকল্পগুলো অন্বেষণ করতে দুইদেশই সম্মত হয়েছে। দ্বিপাক্ষীয় ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকসহ নিয়মিত বৈঠক ও অন্যান্য সংলাপের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ক আরো জোরদার করতেও সম্মত হয়েছে দুইদেশের প্রতিনিধিদল। বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং সেক্টরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ কৃষিবিষয়ক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চর এলাকায় আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালা (অবহিতকরণ) ২০২৪ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লার ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কুমিল্লার প্রশিক্ষণ হলে ২৬ মে ২০২৪ আয়োজন করা হয়। কর্মশালা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর পরিচালক, কৃষিবিদ মো. রেজাউল করিম। ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ মোঃ আক্তারুজ্জামান এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোহাঃ নাছির উদ্দীন, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম অঞ্চল; কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হোমনা, কুমিল্লার অধ্যক্ষ ড. মোঃ সফি উদ্দিন; চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী জিন্না। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বাংলাদেশের চর এলাকায় আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, কৃষিবিদ মোঃ ময়নুল হক সরকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন অফিসার, কৃষিবিদ মোঃ রাকিব হাসান।

মো: মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

আগামীর কৃষি হবে আরো আধুনিক এবং প্রযুক্তি

শেষ পাতার পর

কৃষিবিদ মো: আহসানুল বাসার। কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. সুরজিত সাহা রায় এর সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঢাকা অঞ্চলের সকল উপ-পরিচালক, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি

সেমিনারে প্রধান অতিথি ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষিকথা ম্যাগাজিনের গ্রাহক বৃদ্ধি সংগ্রহের স্বীকৃতি স্বরূপ সন্মাননা স্মারক প্রদান করছেন

বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. গনেশ চন্দ্র সাহা। তিনি বলেন "প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রকে আরও দক্ষ এবং টেকসই করতে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ডিজিটাল প্লাটফর্ম হিসেবে এআইএসকে বিভিন্ন স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়নে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। এ সময় কৃষিকথা ম্যাগাজিনের গ্রাহক বৃদ্ধি সংগ্রহের স্বীকৃতি স্বরুপ ১২ জন উপজেলা কৃষি অফিসার এবং সর্বোচ্চ গ্রাহক সংগ্রাহক হিসেবে নরসিংদী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ আজিজুর রহমানকে সম্মাননা স্মারক ও ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়। উক্ত সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের ঢাকার আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

খুলনা কৃষি অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

পঞ্চম পাতার পর

সেচ উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রকল্পের মিনি পুকুর খননের মাধ্যমে এলাকার কৃষক উপকৃত হয়েছেন, ভবিষ্যতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে সরেজমিন উইং পরিচালক বলেন, স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে স্মার্ট কৃষি গড়ে তুলতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে বর্তমানে পানির সমস্যা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেচ সুবিধার জন্য আমাদের ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এ ক্ষেত্রে এডাব্লুডি প্রযুক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। কর্মশালায় প্রকল্পের কার্যক্রম ও কী নোট পেপার উপস্থাপন করেন, প্রকল্প পরিচালক শেখ ফজলুল হক মনি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ এনামুল হক ও উপসচিব সুজয় চৌধুরী বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। কর্মশালার সমাপনী ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, ডিএই খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোহন কুমার ঘোষ। দিনব্যাপী কর্মশালায় ডিএই খুলনা অঞ্চলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এটিআই, হর্টিকালচার সেন্টার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, এসআরডিআই এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক/কৃষানীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মো: আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজধানীর ফার্মগেট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের দিনব্যাপী জাতীয় ফলমেলা ২০২৪ সমাপনী অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে মেলায় অংশগ্রহণ ও ফল উৎপাদনে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণ করেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃতসা, (৮ জুন ২০২৪)*

পুষ্টি কর্নার : কাঁঠাল

কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। কাঁঠালে প্রচুর শর্করা, আমিষ ও ক্যারোটিন রয়েছে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁঠালে জলীয় অংশ ৮৮.০ গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ১.১ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ০.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৭৪ কিলোক্যালরি, পানি (গ্রাম) ৭৭.০, আমিষ ১.২ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ১৩.৩ গ্রাম, খাদ্যআঁশ ৭.২, ক্যালসিয়াম ১৩ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৩ মিলিগ্রাম, জিংক ০.৫৯, ক্যারোটিন ৪৭০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.১১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.১৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ২১, ভিটামিন-এ ২ মিলিগ্রাম ভিটামিন-ই ০.১১, পুষ্টি উপাদান রয়েছে। থায়ামিন-০.১১, রাইবোফ্লাবিন ০.০৫, কাঁঠালের শাঁস ও বীজকে চীন দেশে বলবর্ধক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিকড়ের রস জ্বর এবং পাতলা পায়খানা নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। চাষাবাদের জন্য উন্নত জাতের মধ্যে রয়েছে বারি কাঁঠাল-১, বারি কাঁঠাল-২ ও বাউ কাঁঠাল-১। কাঁঠালকে কোষের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো খাজা, আদরসা ও গালা। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কাঁঠালের চাষ হয়। তবে ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, মৌলভীবাজার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া উল্লেখযোগ্য। কাঁচা ফল তরকারি, পাকলে ফল হিসেবে এবং বীজ ময়দা ও তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কাঁঠালের ভোতা ও মোথা গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। *সংকলন-কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস*

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৮তম বর্ষ ◇ দ্বিতীয় সংখ্যা
◇ জ্যৈষ্ঠ-১৪৩১ বঙ্গাব্দ; মে-জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে বেলারুশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি দলের বৈঠক

সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ এর সঙ্গে বেলারুশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান Sergei Kalechits এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল ২৮ মে ২০২৪ মঙ্গলবার দুপুরে সাক্ষাৎ করে।

প্রতিনিধিদলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলারুশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আন্তর্জাতিক শাখার পরিচালক Alexei Lesnoy, ভারতস্থ বেলারুশ এ্যাম্বাসির সিনিয়র কনস্যুলার Vitaly Mirutko, বাংলাদেশস্থ বেলারুশ এ্যাম্বাসির কনস্যুলার Aniruddha Kumar Roy, Trade Coordinator Abdus Salam Xitu Ges BTA ব্যাংক এর চেয়ারম্যান Mr. Sultan Marenov। সভায় বাংলাদেশের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনসুর রহমান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব জিএম ইফতেখার প্রমুখ।

সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুস শহীদ এমপি এর সঙ্গে বেলারুশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান Sergei Kalechits এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন

আলোচনায় বেলারুশের আকু (ACU) -তে যোগদান, নিষেধাজ্ঞার কারণে অপরিশোধিত সারের মূল্য পরিশোধ এবং বেলারুশ ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধির বিষয়ে মত বিনিময় হয়। দ্বিপাক্ষীয় আলোচনায় দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করার আশা ব্যক্ত করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিখাত ও কৃষি বাণিজ্যের উন্নয়নে কাজ করবে অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আশ্বাস দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া, অস্ট্রেলিয়া - বাংলাদেশ উভয় পক্ষই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পণ্যসহ দ্বিপাক্ষীয় কৃষি বাণিজ্যের উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। বুধবার ২২ মে ২০২৪ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত 'অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ কৃষিবিষয়ক দ্বিপাক্ষীয় বৈঠকে' এসব বিষয়ে সহযোগিতায় সম্মত হয় দুদেশ।

বাংলাদেশের কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার এবং অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল সরকারের কৃষি, মৎস্য ও বন বিভাগের সচিব অ্যাডাম ফেনেসি পিএসএম তাদের নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশের

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআসি) ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর যৌথ আয়োজনে খামারি" মোবাইল অ্যাপের কার্যকারিতা যাচাইয়ে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের (ব্রি ধান ৮৯) প্রদর্শনী ট্রায়ালের ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। ডিএইর ঢাকা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো: আহসানুল বাসার উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার অনুষ্ঠানে প্রধান আতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, কৃষি তথ্য সার্ভিস এর পরিচালক ড. সুরজিত সাহা রায়। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কৃষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা (২ জুন ২০২৪)

আগামীর কৃষি হবে আধুনিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী এনডিসি বলেন "আগামীর কৃষি হবে আধুনিক এবং প্রযুক্তি নির্ভর। তবে স্মাট কৃষিতে চ্যালেঞ্জ আছে। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারলে কৃষিতেই আছে অনেক সম্ভাবনা। ২৭ মে ২০২৪ রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের আয়োজনে "স্মাট কৃষি বাস্তবায়নে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ভূমিকা শীর্ষক" সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সেমিনারের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ ভূঁইয়া এটিএম ওবায়দুল্লাহ এবং ঢাকা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd